চাচা চৌধুরী আর রাকার খেলা

এক আন্তর্জাতিক প্লেন যাত্রীদের নিয়ে উড়ে চলেছিল—

মিষ্টার ডেভিস! আপনি ফ্লোরিডা থেকে ভারত কেন যাচ্ছেন?

হঠাৎ –
যে যার সীটে বসে থাকুন। আমরা এই প্লেনকে হাইজ্যাক করছি!
যে 'টুঁ' শব্দ করবে, গুলি খেয়ে মরবে।

প্লেনকে ল্যান্ড করাও!

কোন যাত্রী প্লেন থেকে নামবে না!

মন্ত্রী এবং সিকিউরিটি অফিসারদের জরুরী মিটিং ডাকা হল –
হাইজ্যাকাররা কি চায়?.. টাকা?.. কোন বন্দীর মুক্তি?

না স্যার! ২২৫ জন যাত্রীর প্রাণের বিনিময়ে ওরা শুধু এক-জন লোককে চাইছে- চাচা চৌধুরী। ওরা ওকে মারতে চায়!

না! প্রতিটি নাগরিকের সুরক্ষার দায়িত্ব সরকারের! আমরা ওদের দাবী মানতে পারি না!

স্পেশাল টাস্ক ফোর্স প্লেনকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল –

পরের দিন চাচা চৌধুরী কাগজ তুলে নিলেন!
দেখি, আজকের হেডলাইন কি?

চাচা চৌধুরীকে আমাদের হাতে তুলে দাও: হাইজ্যাকারদের দাবী

হঠাৎ তুমি চললে কোথায়?
গিন্নী! জানতে না চাইলেই ভাল হয়।

চাচাজী! আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?
না, সাবু! আমি একাই যেতে চাই!

ক্যাপ্টেন কিশোর! আমাকে লিফ্‌ট দেবেন?
নিশ্চয়ই, চাচাজী!

চাচাজী! আপনি কোথায় নামবেন?
হাইজ্যাক হওয়া প্লেনের ওপরে!

বুঝেছি! আপনি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চলেছেন! ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে!
দেখুন! ২২৫ জন নির্দোষ যাত্রীদের প্রাণ বিপন্ন! তাই, আমি যা বলছি, করুন!

ঠিক আছে! আমি কপ্টার নীচে করছি, আপনি লাফিয়ে পড়বেন!

আঃ!
আমি ঠিক প্লেনের ছাদে নেমেছি !

দাঁড়াও!
বিনা অর্ডারে গুলি চালিও না ! কমিশনারের এটাই হুকুম ।

ধড়াক!
?

চাচা চৌধুরী! তাহলে তুমি এলে ?
হ্যাঁ! শর্ত অনুযায়ী এবার সব যাত্রীদের মুক্তি দাও !

কপাল ভাল ছিল !
প্রাণে বেঁচেছি !
ওটা একটা দুঃস্বপ্ন ছিল !

চৌধুরী! আমাদের সর্দার রাকাকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলে দিলে তোমার প্রাণ বেঁচে যাবে!
ডাকু রাকা গোটা পৃথিবীর কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল! ওকে আমি অনুরীক্ষে নির্জন গ্রহ জালুবারে পাঠিয়ে দিয়েছি, যেখান থেকে ওর ফেরা অসম্ভব!

বারো! এর তল্লাশী নাও! এ কোন অস্ত্র নিয়ে আসেনি তো?

এর পকেট থেকে কিছু পান বেরিয়েছে!

এ তো মরবেই! ... কি ... পান আমরাই খাই!
বাহ্!

খর্‌! খর্‌! খর্‌!
দুজনেই নেতিয়ে পড়েছে!

অফিসার! প্লেনে উঠে হাইজ্যাকারদের গ্রেপ্তার করুন!
এসব কি করে সম্ভব হল?
ঘুমের ওষুধ মেশানো পানের খেল এসব! *
*চাচা চৌধুরীর মগজ কম্পুটারের চেয়েও প্রখর!
দূর অন্তরীক্ষে জালুবার গ্রহে ডাকু রাকা —
আমি এই নির্জন গ্রহে ফেঁসে গেছি! পৃথিবীতে ফেরার কোন রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না!
এক বৈজ্ঞানিক দম্পতির ক্যাপসুল জালুবার গ্রহের কাছে এল —
মীনাক্ষী! এই গ্রহ থেকে পরীক্ষার জন্য কিছু জিনিষ নিয়ে গেলে কেমন হয়?
তুমি যা ভাল বুঝবে, সিদ্ধার্থ!
এখানে তো চারদিকে শুধুই মাটির ঢিবি! জলের নাম-গন্ধও নেই!
গাছপালাও নেই! জীব-জন্তুও নেই!

এই যানটা মনে হচ্ছে পৃথিবী থেকে এসেছে!

এটা এই নির্জন গ্রহ থেকে আমাকে মুক্তি দেবে!

সিদ্ধার্থ: দেখ, একজন বিরাট মানুষ আমাদের ক্যাপসুল নিয়ে নাড়াচ্ছে!
এয়াই! সরে যাও!

এই সুযোগটা হারালে আর কোন দিনও এখান থেকে বেরোতে পারব না,

ধড়াক,

রাকা ক্যাপসুলে বসে উড়ে চলল –
বিদায়, জালুবার !!

সেই ক্যাপসুলের মুখ্য যান অন্তরীক্ষে অপেক্ষা করছিল –
সিদ্ধার্থ আর মীনাক্ষী ফিরে আসছে !
175

ক্যাপসুল মুখ্য যানে ঢুকে পড়ল –

তুমি ? সিদ্ধার্থ আর মীনাক্ষী কোথায় ?
যদি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে যানকে পৃথিবীর দিকে নিয়ে চল !

আমরা পৃথিবীর দিকে চলেছি !
175

আমি সুরক্ষিত-ভাবে পৃথিবীতে ফিরে এসেছি!
175

তুমি আমাকে এই পর্যন্ত এনেছ বলে তোমার প্রাণ নিলাম না!

আহা! তরমুজের ক্ষেত! অনেক দিন ফল খাইনি!

খু-উ-ব মিষ্টি! এটা আমার পিপাসা এবং খিদে মিটি-য়েছে!
আমার ক্ষেতে কে ঢুকেছে?

কড়া রোদে ক্ষেতে খাই আর জল দিই আমি, আর তরমুজ খাবে ও?... এখুনি ওকে মজা দেখাচ্ছি!

ধড়াক ক!
কি? এটার
স্বাদ কেমন?

তুমি রাকাকে মারলে?

তোমার দিন শেষ।
তোমার গলা
টিপে দিচ্ছি!
আহ্!

এ
মরে
গেছে!

পৃথিবীর
লোকেরা,
সাবধান!
রাকা ফিরে
এসেছে!!

ভৌ! ভৌ!!
বিনি! রকেট চেঁচাচ্ছে কেন?

ওর খিদে পায়নি তো?
ওকে দুধ-রুটী খেতে দিয়েছি!

ভৌ! ভৌ!!
রকেট থামো!

ঝড় ওঠার আগে কুকুরেরা চেঁচায়!

বেপাড়ার কুকুর দেখেও কুকুর চেঁচায়!
চাচা চৌধুরী! তুমি আমাকে নির্জন গ্রহ জালু-বারে পাঠিয়ে দিয়েছিলে!
ভৌ! ভৌ!!

তুমি যাতে আর কোন ঝামেলা করতে না পার, আমি তোমাকে শেষ করে দিচ্ছি !
রাজা! তুমি নিজেকে ওভার এস্টিমেট করছ !

ছুঁচো! তোর শরীরটাকে আমি ঝাঁঝরা করে দেব !

ধড়াক!
আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে গেছি !
ওহোহ!

আমার বন্দুক!
ওটা তুই পাবি না !
ধড়াক!

তোকে আমি খালি হাতেই মারতে পারি !

থড়ড়ড়!
ওহো হ!

কি? দিনেই তারা দেখছ?

এইনে?
?!
টানু ন!

ওহো হ! আমার পা!
এটা হল আমার কাঁচি প্যাঁচ!

ধড়াম্ম্!
কি? কেমন লাগল?

সাবু! শত্রুকে উঠে দাঁড়াতে দিও না!

অ র র র!
আহ হা! আমি একে তুলে নিয়েছি!

আমাকে নীচে নামাও!

আউঁ উঁ উঁ!
এই নে!

ধড়ড়ড়!

ওহো হ! মাথাটা যন্ত্রনায় ফেটে পড়ছে!

নাও, এই ওষুধটা খেয়ে নাও। সব যন্ত্রনা দূর হয়ে যাবে!

কে তুমি? আমার প্রতি এত সহানুভূতি কেন?

এসো আমার সঙ্গে! আমার নাম নোম্ব! আমি এক ডাক্তার! তোমার মত আমিও লোকেদের মারতে ভালবাসি! এবার বুঝেছ, তোমাকে ওষুধ কেন দিয়েছি?

ভেতরে এসো বন্ধু! কি নাম তোমার?
রাকা!

তোমার শক্তি আর আমার বুদ্ধি এক হলে আমরা গোটা পৃথিবীকে শেষ করে দিতে পারি!

আমি এক ডাকু, ভাঙচুর করাটা আমার কাজ! কিন্তু তুমি ডাক্তার হয়ে কেন এসব করতে চাও এটা বুঝতে পারছি না!

এর পেছনে একটা কাহিনী আছে!– কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আমার সুখী পরিবার ছিল!

আমি রোগের সঙ্গে লড়ে মানুষের প্রাণ বাঁচাতাম!

'আমার চ্যারিটেবল হাসপাতালে দূর-দূর থেকে লোকেরা চিকিৎসা করাতে আসত"
ডাঃ নোম্বে চ্যারিটেবল হাসপাতাল
NCE

কি খবর, মনিরাম! কেমন আছ?
ডাঃ নোম্বে না থাকলে আমি বাঁচতাম না! ওনার ওষুধ দারুণ কাজ দিয়েছে!

"একবার আমার মেয়ে মিলি অসুখে পড়ল!
মিলির জ্বর ১০৬° ডিগ্রীতে পৌঁছে গেছে!
চিন্তা কোর না, অর্চনা! ইঞ্জেকশন দিলেই মিলির জ্বর ছেড়ে যাবে!

'তখনই একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর এল"
ডাঃ নোম্বে! আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে! মিনিষ্টারের ভীষণ শরীর খারাপ!

আগে আমার অসুস্থ মেয়েকে ইঞ্জেকশন লাগিয়ে দিতে দিন!
না! মিনিষ্টারের প্রাণটা বেশী জরুরী! চলুন!
© PRAN'S FEATURES

"আমি মিনিকে ভুলে অপারেশনে লেগে পড়লাম। চার ঘন্টা পর অপারেশন শেষ হল !"

অপারেশন সফল! মন্ত্রিমশায় বেঁচে যাবেন!
আমি সুপারিশ করব সরকার থেকে আপনাকে পুরস্কার পাও-য়াব!

"কিন্তু বাড়ী ফিরে আমার বুকে প্রচণ্ড আঘাত লাগল।"
হায়! আমাদের মিতি চলে গেল!

কিছুদিন পর আমার পত্নীও মারা গেল। এক সহৃদয় ডাক্তার নিষ্ঠুর হয়ে পড়ল। আমি লোকেদের বাঁচানোর বদলে মারতে শুরু করলাম!

ডাক্তার! তোমার প্ল্যান বল!
টাকা-পয়সার লোভ আমার নেই। টাকা তুমি নিও। আমি শুধু লোকেদের করুণ আর্ত-নাদ শুনে মজা পাই!

সবার আগে তুমি পুলিশ থানা ধ্বংস কর!
ওখানে টাকা কোথায়?

এটা লোকেদের মনে আতংক সৃষ্টি করতে করা হবে। সবাই তাহলে আমাদের হুকুম মানবে!

কাজ হয়ে গেছে, ধরে নাও!
FILM
Bata
HOTEL
CLOTH

ঐ যে থানা!

এ্যাই! কোথায় যাচ্ছ?

টররররর!
ওহো হ!

গুলির আওয়াজ! মনে হচ্ছে উগ্রবাদী!
ওকে শেষ করে ফেল!

টররররড়ড়!
ওহো হ!

পেট্রোল ছিটিয়ে দিয়েছি!
OIL
© PRAN'S FEATURES

আর এই গেল আগুন!

ওহো! থানায় আগুন!
কে আগুন লাগাল?
ঐ বিরাট মানুষটা!
আগুন লাগাবার আগে ও সব পুলিশকে মেরে ফেলেছে!

শহরে আইন ভেঙে পড়েছে!
রাকা যদি থানায় আগুন ধরাতে পারে, তাহলে আমাদের বাড়ীও সুরক্ষিত নয়!

শাবাশ! শহর জুড়ে তোমার আলোচনা! লোকে তোমাকে ভয় পাচ্ছে!
পারের কাজ বল?

শহরে ক্রিকেট টেষ্ট হচ্ছে!
ডাক্তার! তুমি কি চাও, আমি মাঠে নেমে ব্যাটিং করি?

না! বিদেশী টীম খেলতে এসেছে! তুমি যদি ওদের খেলোয়াড় অপহরণ করতে পার, তাহলে মুক্তিপণ হিসেবে ভাল টাকা পাওয়া যাবে।

যদি খেলোয়াড়ের বাবা-মা গরীব হয় ? যদি ওরা টাকা দিতে না পারে ?

টাকা তারা দেবে, যারা ক্রিকেট সিরি-জের আয়োজন করেছে। কোটি-কোটি টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছে !

ডাক্তার ! তোমার মগজ দারুণ প্রখর ! তোমার কথাই ঠিক !
ফুঃ র র র র র

যে টাকা পাওয়া যাবে, তুমি নিয়ে নিও। আমি টি.ভি.-তে মজা দেখেই সন্তুষ্ট হব !

আচ্ছা, আমি ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম চললাম !

ক্রিকেট স্টেডিয়াম-
ব্যাটসম্যান ফারুক পিটছে !
ম্যাচ জমে উঠেছে !

ছক্কা!

তুমি ?.. মাঠে কেন এসেছ ? আমি এখন অটোগ্রাফ দেব না। সেঞ্চুরী করতে আর মাত্র এক রান দরকার আমার !

আরে র র ! একী করছ ?.. নীচে নামাও আমাকে !

এ্যাই! প্লেয়ারকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?
দাঁড়াও!

টর ররড়ড়!
আউ উ!

খেলা যে অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে !... বাবু !

ও ওবা!

কি? কেমন লাগল?
পালাও!
ঢডাক!

আমার এই ভারী বেল্টটা কোন হাতিয়ারের চেয়ে কম নয়!

ঠকাক্!
এর আঘাত তোর শরীরকে রক্তাক্ত করে ছাড়বে!

ওহোহ! আমার হাত!
তুই আর এটাকে ছাড়াতে পারবি না!

তোর শেষ হাতিয়ারটাও গেল!
তুই আমার কিছু করতে পারবি না। আমি বৈদ্যরাজ চক্রমাচার্যের অদ্ভুত ওষুধ খেয়ে রেখেছি, যার ফলে আমি অমর! এবার তোর গলা টিপে দেব!

তার আগে তুই এটা সামলা!
ক্যাঁচ!

তাড়াতাড়ি হাতকড়ি দিন!

এ কী করছ তুমি?
তোকে গয়না পরাচ্ছি!

সাবু! রাকাকে সোজা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাও!

ম্যাচ শুরু কর!

তুমি বেশী দিন আমাকে এখানে রাখতে পারবে না! বাইরে বেরোলেই সবার আগে তোমাকে খুন করব!

দেখা যাবে! আপাতত: আমি ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছি!

ব্যাটসম্যান রানের জন্য দৌড়েছেন.....
দাদা! স্কোর কি?

এক জরুরী ঘোষনা: বিপজ্জনক ডাকাত রাকা ধরা পড়েছে। বাহাদুর সাবু ওকে সেন্ট্রাল জেলে পুরে দিয়েছে!
সাধারন জনতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে এবার!

...রাকা যে জেলে বন্দী আছে, ওখানে সুরক্ষা ব্যবস্থা কড়া করে দেওয়া হয়েছে!
রাকাকে জেল থেকে বের করার জন্য কিছু করতে হবে!

চাচাজী! রাকা এখন জেলে, আপদ বিদেয় হয়েছে!
মাত্র কিছু-দিনের জন্য, সাবু!

রাকা যে কোন সময়ে জেল ভেঙে বেরিয়ে আসবে, তার-পর ও দ্বিগুণ খুন-খারাপী করবে! কোনও সমাধান খুঁজতে হবে!

সেটা কি হতে পারে?
আমাদের বাবা ভোলাবোলার কাছে যেতে হবে! উনি হিমালয় পর্বতে তপস্যা করেন!

তাহলে আর দেরী করা উচিত নয়!

আমাদের ট্রাক ড্রাইভারের মেজাজ যদি রাস্তায় বিগড়ে না যায়, তাহলে খুব তাড়া-তাড়ি আমরা পাহাড়ে পৌঁছে যাব!

বাবা ভোলা-
বোলা হিমাল-
য়ে কবে গেছি-
লেন ?
ছোটবেলাতেই !
ওনার তপস্যা করার
নেশা পেয়েছিল !

বাবা কি নিজেদের পরি-
বারের সঙ্গে দেখা করতে
শহরে আসেন না ?
এই পৃথিবীতে
ওনার কেউ
নেই !

এবার আমাদের
পায়ে হেঁটে
যেতে হবে !

কি মনোরম
দৃশ্য !
পারের চূড়োটায়
যেতে হবে আমাদের !

বাবা ভোলারোলাজী !
প্রনাম !
হরিওম !
এসো, চৌধুরী ! শহরের ভক্তদের
মুখে তোমার অনেক কথা
শুনতে পাই !
© PRAN'S FEATURES

বাবা! আপনি হিমালয়ের বরফের মত ঠান্ডায় গরম পোশাক ছাড়া কি করে বেঁচে আছেন?
এই পাতাটা খাও!

নিন, খেয়ে নিলাম! এতে কি হবে?

এক মিনিট পর–
ওহো হ! কি গরম!
হা:! হা.! তুমি মাত্র একটা পাতা খেয়েছ, তাতেই সোয়েটার খুলে ফেললে, দুটো দুটো পাতা খেলে প্যান্টও খুলে ফেলতে!

চৌধুরী! তুমি এখানে কি মনে করে?
রাকা নামের বিপজ্জনক ডাকাতকে বন্দী করার জন্য এমন জায়গা খুঁজছি, যেখান থেকে ও বেরোতে পারবে না!

এসো আমার সঙ্গে!

এই গুহাটা খুবই অন্ধকার এবং গভীর! এ স্থান থেকে বেরোবার কোন রাস্তা নেই! কাউকে যদি এর মধ্যে পুরে বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে—
ধন্যবাদ, বাবাজী!

চল ফিরে গিয়ে শহরের অবস্থা দেখি!

ডাক্তার নোম্বে বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে জেলে এল—
রাকা! তুমি এখানে বেশী দিন বন্দী থাকবে না!
আমার ভেতরে বদলার আগুন জ্বলছে!
সময় হয়ে এসেছে! আমি চলি, বন্ধু! হাত মেলাও!

এইভাবে হাত মেলাতে হবে, ডাক্তার!

এঁ্যা! ডাক্তার হাত মেলাবার অজুহাতে আমার হাতে একটা করাত ধরিয়ে দিয়েছে! এটা দিয়ে হাতকড়ি কাটা যেতে পারে!

হ্যাঁ, করাত কাজ করছে! লোহা কেটে যাচ্ছে!

হাতকড়ি কেটে গেছে!

সিকিউরিটি গার্ডস—
ঐ সেল থেকে আওয়াজ এসেছে—

রাকা নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করল—

ধাঁয়! ধাঁয়!
এবার আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না!

তোদের মৃত্যু আমার হাতে লেখা আছে !

ধড়াক!

www.Banglapdf.net Exclusive!
ঘটাক!
আউঁ উঁ!

ও জেলের পাঁচিল টপকে পালাল –

আমি এই লোকালয়কে শ্মশান-ঘাটে বদলে দেব! রাস্তার মোড়ে-মোড়ে লাশের পাহাড় সাজাব!
© PRAN'S FEATURES

দুজন বিদেশী এজেন্ট -
এই দেশে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য পাঠানো হয়েছে আমাদের !
আমি লুকিয়ে একটা ব্যাগ ঐ বেঞ্চে রেখে দিয়েছি !

ঐ ব্যাগে বোম আছে। ওটাকে যে তুলবে, সে মারা পড়বে বিস্ফোরণে !

একটা ব্যাগ ? এর মালিককে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না !

এটা খুলে দেখি, হয়তো হাতকড়ি খোলার যন্ত্রপাতি পেয়ে যেতে পারি !

কড়ড়ড় ড়ররমম!
হো ! হো !! আমরা সফল !

বিস্ফোরনে আমার হাতকড়ি ভেঙে গেছে !
এত শক্তি-শালী বোমেও ও মরল না !
ও বেঁচে থাকলে আমাদের বিপদ! ওকে আমি গুলি করে দিচ্ছি !

ধাঁয়! ধাঁয়!!

মশার বাচ্চারা! সরে যা !
ধড়াক !

দুজনেই মরে গেছে !

এসো, বাকা! আমার মাথায় একটা ভাল প্ল্যান এসেছে! আমরা 'বাকাস্তান' গড়ে তুলব! ঐ দেশের তুমি এক-নায়ক হবে আর আমি তোমার মন্ত্রী।

রাতে সমস্ত শহর ঘুমোচ্ছিল! পরের দিন সকালে কি ঘটবে, কেউ জানত না!

তোমরা আমার কিছু করতে পারবে না! আমি এক আলাদা রাজ্য 'রাকাস্তান' চাই। একদিন সময় দিলাম। আমার দাবী না মানা হলে স্কুল বাসের সব বাচ্চাদের গুলি করে উড়িয়ে দিব!

আজ সকালে রাকা নামের ডাকাত বাচ্চা ভর্তি এক স্কুল বাস অপহরণ করে নিয়েছে!

ও এক আলাদা রাজ্যের দাবী করছে!

সাবু, এসো! যে ভয় করেছিলাম, তাই হয়েছে!

বাসটা যেখানে আছে, ওখানে একটা উঁচু বাড়ী রয়েছে! আমাকে ঐ বাড়ীটার পেছনে নামিয়ে দিন!

এই বাড়িটার ওপাশে রাকা বাচ্চাদের বন্দী করে রেখেছে !

আমি ছাদে যাচ্ছি !

চাচা চৌধুরী অন্য দিকে গেলেন —
রাকা ! নির্দোষ বাচ্চাদের ছেড়ে দাও ! ওদের মা-বাবা চিন্তা করছে !

আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ ! তুমি ভোটে জিতে রাষ্ট্রপতি হতে পার ! খুন-খারাপী করে কোন সমস্যার সমাধান হয় না ! তোমার জবাব কি ?

এটা !
ধাঁয়!!

ও নীচে দাঁড়িয়ে আছে !

ধপ্ ধপ্ ধপ্!
ওহোহ!

আমাকে দুর্বল ভেবেছ না!
এই ধোবিপ্যাঁচটা
কেমন লাগল ?

ধড়াম্‌স্‌!
ওহোহ্‌!

সাবু উঠে দাঁড়াল —

ধড়াক!
আউ উউ!

এই মারটা ওকে পঙ্গু করে দেবে!
সাঁটাক!

বাহ! দারুন ফাইট!
যাও, বাচ্চারা! তোমরা মুক্ত!

STORES
হুর্‌রে !
ধন্যবাদ, সাবু কাকা !

রাকাকে চাপাও !
নীচে নামাও আমাকে !

চাচা চৌধুরী ট্রাক স্টার্ট করে চলাতে লাগালেন !

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?
যেখান থেকে তুমি আর ফিরতে পারবে না, লোকেরাও শান্তিতে থাকবে !

সাবু! ওকে তাড়াতাড়ি ভেতর পোর! পাহাড় নড়ছে!
আমাকে গুহায় ঢুকিও না!

হঠাৎ পাহাড় থেকে পাথর বৃষ্টি শুরু হল –
সাবু! দৌড়োও!

গুহার দরজা ভারী-ভারী পাথরে বরাবরের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ল –

চাচাজী!
বাড়ান! ফিরে এসেছে! কাকী আজ আলুর পরোটা বানিয়েছে!

ডক্টর! তোমাকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট এনেছি!